ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 88 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৪৪ ● কলকাতা ● ২১ ভাদ্র, ১৪৩২ ● রবিবার ● ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 51

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

সেইজন্য এই আসক্তির কারণ চিত্তরূপী ঘোড়াকে কেবল সন্তোষরূপী লাগামই নিরন্ত করতে পারে।

আপনি আপনার জীবনে সন্তোষ প্রাপ্ত করে নিন। 'আমাদের জীবনে সব কিছু মেলেইনি তাহলে সন্তুষ্টি কি করে মেনে নেওয়া যায়?' আরে বাবা, জীবনে সন্তোষ কারও কখনও না মিলেছে, না মিলবে। আমাদের এটা মেনেই সন্তুষ্ট হতে হবে।

কারণ সন্তুষ্টি তো আত্মার শুদ্ধ ভাবনা, তাহলে তা বাইরে কি করে মিলতে পারে? আর যা পাওয়ার কথা বলছ, তা পেয়েও সন্তুষ্টি মোটেই মিলবে না। আরও, আরও পাওয়ার ইচ্ছা হবে।

ক্রমশঃ

মৌলবাদী আক্রমণের নিন্দায় সরব তসলিমা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকেই টানা উত্তেজনা চলছে বাংলাদেশে। রাজনৈতিক অস্থিরতার মাঝেই মাথাচাড়া দিচ্ছে মৌলবাদী শক্তি। চরমপন্থার আগুনে জ্বলছে বাংলাদেশ। ঘটছে একের পর এক ভয়াবহ ঘটনা। এবার গোয়ালন্দে এক মৃত ধর্মগুরুর দেহ কবর থেকে তুলে পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তথাকথিত 'তৌহিদি জনতা'র বিরুদ্ধে।এই ঘটনার প্রতিবাদে সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'ওয়াহাবি জঙ্গিরা গোয়ালন্দের এক স্থানীয় পীরের লাশ কবর থেকে তুলে এনে পুড়িয়ে দিয়েছে। ওই পীরের যেন কোনও মাজার না বানাতে পারে ভক্তরা। একটি মৃতদেহকে মাটির তলার চাপা দেওয়া হোক, কী পোড়ানো হোক, কী শব ব্যবচ্ছেদ কক্ষে নিয়ে কাটাছেঁড়া হোক, কোনও ফারাক নেই। অন্তত আমার কাছে নেই। মানুষ ততক্ষণই মানুষ যতক্ষণ শরীরে প্রাণ আছে। মৃতদেহ নিয়ে আবেগ ধার্মিকদের, ধর্মান্ধদের। তারা আত্মায়, পরলোকে, পুনর্জন্মে

এরপর ৬ পাতায়

শিক্ষকরা প্রধানমন্ত্রীর 'বসুধৈব কুটুম্বকম' এবং 'অমৃতকাল' দৃষ্টিভঙ্গির অনুপ্রেরণা: গুপ্ত

বিনোদ কুমার, সিনিয়র সাংবাদিক

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (এজেন্সি)। দিল্লি বিধানসভার স্পিকার বিজেন্দ্র গুপ্ত বলেছেন যে শিক্ষকরা প্রধানমন্ত্রীর 'বসুধৈব কুটুম্বকম' এবং 'অমৃতকাল' দৃষ্টিভঙ্গির অনুপ্রেরণা।

গতকাল শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছিলেন শ্রী গুপ্ত। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, মহান দার্শনিক এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ১৩৭তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি আবেগঘন শ্রদ্ধা জানিয়ে শ্রী গুপ্ত বলেন যে, যখন শিক্ষার্থীরা তাঁর জন্মদিন উদযাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, তখন তারা বিনীতভাবে অনুরোধ করেছিল যে এটি শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হোক, যা আজ সারা দেশে শ্রদ্ধা ও শ্রদ্ধার সাথে পালিত হয়।

তিনি বলেন, ডঃ রাধাকৃষ্ণণের জীবন আমাদের শিক্ষা দেয় যে শিক্ষকরা কেবল জ্ঞানই নয়, মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা এবং সত্যের প্রতি আজীবন অঙ্গীকারও প্রদান করেন। তিনি বলেন, এই দিনটি মহামানব মদনমোহন মালব্যের অনুপ্রেরণামূলক উত্তরাধিকারকেও স্মরণ করে, যার শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি কেবল সাক্ষরতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং চরিত্র গঠন এবং নৈতিক শক্তিও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শ্রী গুপ্ত বলেন যে, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং একজন মহান জাতীয় নেতা হিসেবে, তিনি শিক্ষাকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। তিনি জ্ঞান, সেবা এবং সংস্কৃতিকে একটি শক্তিশালী সমাজের মৌলিক স্তম্ভ হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন।

শ্রী গুপ্ত বলেন, "প্রাচীন গুরুকুল থেকে আধুনিক শ্রেণীকক্ষ পর্যন্ত, গুরু-শিষ্য ঐতিহ্য ভারতীয় সভ্যতার মূল কেন্দ্রবিন্দু। শিক্ষকরা কেবল পরীক্ষার জন্য নয়, জীবনের জন্যও শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করেন, তাদের মধ্যে কৌতূহল, সৃজনশীলতা, শৃঙ্খলা এবং করুণা বিকাশ করেন।

এল.এস.

রাহুল গান্ধির নাগরিকত্ব নিয়ে মামলা দায়েরকারী বিজেপি কর্মীকে তলব ইডির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নয়াদিল্লি: লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির নাগরিকত্ব বাতিলের আর্জি নিয়ে মামলা দায়েরকারী কর্নাটকের বিজেপি কর্মী এস ভিগনেশ শিশিরকে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। রাহুল গান্ধির ব্রিটিশ নাগরিকত্ব নিয়ে তাঁর কাছে যে সব নথিপত্র রয়েছে তা নিয়ে আগামী মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ইডি দফতরে সশরীরে হাজিরার জন্য ভিগনেশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।উল্লেখ্য ২০১৯ সালেও রাহুল গান্ধি ব্রিটিশ নাগরিক এমন অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, বিচারপতি দীপক গুপ্ত ও বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার ডিভিশন বেঞ্চ পত্রপাঠ

এরপর ৪ পাতায়

কংগ্রেসের 'হাত' ধরতে মরিয়া সিপিএম!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শরিকরা আগ্রহী নয়, তা সত্ত্বেও কংগ্রেসের 'হাত' ধরতে মরিয়া আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে লজ্জাজনক হারের ভয়ে একা লড়তে ভীত সিপিএম। দলীয় সূত্রে খবর, কংগ্রেসকে নরম করে এ রাজ্যে ফের জোট বাঁধতে চাইছে আলিমুদ্দিন। উল্লেখ্য, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে ২৯৪ আসনেই প্রার্থী দিয়ে লড়াইয়ের কথা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার।তারপরও অবশ্য সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ও তার টিম উদগ্রীব ছাব্বিশের ভোটে 'হাত' ধরতে। অন্যদিকে, ছাব্বিশের নির্বাচনে কংগ্রেসকে বাদ দিয়েই আসন বন্টন চাইছে বামফ্রন্টের প্রায় সব শরিকরাই। ১৯৭৭ সালে তারা যে আসনে লড়েছিল, সেই আসনই কার্যত দাবি করেছে ফরওয়ার্ড ব্লক ও আরএসপি। সিপিআইও অনেকটা সেই পথেই হাঁটতে চলেছে। ফরওয়ার্ড ব্লক ও আরএসপি আবার কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে আগ্রহী নয়। বামফ্রন্টগতভাবে লড়াইয়ের পক্ষেই তারা। কিন্তু সিপিএম নেতারা কংগ্রেসকে জোটে ফেরাতে মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বিধান ভবনের 'হ্যাঁ' বলবে কি? সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।কিন্তু তারপরও কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশের সঙ্গে কথা চালিয়ে যাচ্ছে সিপিএম। এনিয়ে ফের নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে বঙ্গ রাজনীতিতে।

সূত্রের খবর, কংগ্রেসের নিচুতলার কর্মী, সমর্থকরাও চাইছেন না সিপিএমের সঙ্গে জোটে যেতে। আবার সিপিএমের নিচুতলা থেকেও কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করার ক্ষেত্রে সেরকম আগ্রহ দেখা যায়নি। যা সম্প্রতি সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠকেই জেলা নেতাদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়েছে। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হলে লাভ হয় না। বাম প্রার্থীকে ভোট দেয় না কংগ্রেসিরা। সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠকে উত্তরবঙ্গ-সহ দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলার নেতৃত্ব এমনই বক্তব্য জানিয়েছে আলিমুদ্দিনের শীর্ষনেতাদের।

(১ম পাতার পর)

মৌলবাদী আক্রমণের নিন্দায় সরব তসলিমা

বিশ্বাস করে বলেই লাশকে নিতান্তই লাশ বলে ভাবে না।' তিনি আরও লেখেন, 'ওয়াহাবি জঙ্গিরা মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। তারা জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারছে। কারও কথা বা কাজ পছন্দ না হলে তাকে আর বাঁচতে দিচ্ছে না। তাদের অপরাধের কোনও শাস্তিও হচ্ছে না। মবোক্রেসির যুগে জঙ্গিরা হিরো।' এই ঘটনার নিন্দা করে তিনি লেখেন, 'ইসলাম যতদিন আছে, ততদিন জি হা দি জ ঙ্গি থাকবেই। এ কেউ মানুক বা না মানুক।'এই ঘটনায় মুখ পুড়েছে ইউনুস প্রশাসনের। দেশজুড়ে শুরু হয়েছে প্রবল সমালোচনা। নিজের ফেসবুক ওয়ালে প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিতর্কিত বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন। চাপের মুখে দ্রুত ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছেন সরকারি উপদেষ্টারা।

জানা গিয়েছে, গোয়ালন্দের রাজবাড়ি এলাকায়, স্থানীয় এক পীর নুরুল হক ওরফে 'নুরুল পাগলা'র মৃত্যু হয় সম্প্রতি। তাঁর দেহ কবর দেওয়া হয় মাটি থেকে কিছুটা উপরে। কাবা শরিফের আদলে তৈরি হয় সমাধিটি। এতেই দানা বাঁধে বিতর্ক। শুক্রবার 'তৌহিদি জনতা' নামের ব্যানার নিয়ে 'নুরুল পাগলা'র দরবারে দফায় দফায় হামলা চালায় মৌলবাদীরা। নুরুল হকের বাড়ি এবং দরবারে ভাঙচুর চালানো হয়। দরজা ভেঙে ঢুকে আগুন লাগিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা।

জানা গিয়েছে, ঘটনার আগে থেকেই সেখানে মোতায়েন ছিল পুলিশ। কিন্তু বিপুল জনতার চাপ সামলাতে ব্যর্থ হন তাঁরা। পরবর্তী সময়ে র‍্যাব এবং সেনাবাহিনী এসে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করে। কিন্তু দ্বিতীয় দফার হামলায় নুরুল হকে দেহ কবর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে রাস্তার উপরেই পুড়িয়ে ফেলা হয়। সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ২২ জন। একজনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে প্রশাসন।

ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার এই ঘটনার নিন্দা করেছে। ইউনুসের সরকার জানিয়েছে, "এই বর্বরতা সহ্য করা হবে না। আইনের শাসন বজায় রাখতে এবং প্রতিটি মানুষের জীবনের পবিত্রতা রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রশাসন।" সমালোচকদের কথায়, মুখে আশ্বাস দিলেও আদতে মৌলবাদীদের উপর লাগাম টানতে ব্যর্থ প্রশাসন।

শিশু খুনের সন্দেহে পিটিয়ে মারল ২ জনকে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এক নাবালককে খুনের অভিযোগ ঘিরে উত্তপ্ত নদিয়ার তেহট্টের নিশ্চিন্তপুর। বেধড়ক মারধরে প্রাণ গেল আরও ২ জনের। শনিবার সকালে পুকুর থেকে ওই নাবালকের ত্রিপলে মোড়া দেহ উদ্ধারের পরই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তুলে চড়াও হন স্থানীয় বাসিন্দারা। বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।পুলিশ জানিয়েছে, ওই নাবালকের দেহ উদ্ধারের পরই উন্মত্ত জনতা অভিযুক্তদের উপর চড়াও হন। তাতেই ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা এভাবে আইন হাতে তুলে নেওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে। কয়েকদিন আগেই নৃশংসভাবে পিটিয়ে খুনের একটি সিসিটিভি ফুটেজ সামনে এসেছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের তালদিতে। চোর সন্দেহে এক যুবককে বেধড়ক মারধর করা হয়। শুধু তাই নয়, গণপিটুনির পর যুবককে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপরই মৃত্যু হয় যুবকের।সেইসময়ই বেধড়ক মারধরে অভিযুক্ত প্রতিবেশী এবং আরও একজনের মৃত্যু হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল বিকেলে খেলতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি তৃতীয় শ্রেণির স্বর্ণাভ বিশ্বাস। বাড়ির লোক চারদিকে খোঁজ করেন। কিন্তু, কোথাও পাওয়া যায়নি। এদিন সকালে বাড়ির কাছেই পুকুরে ওই নাবালকের ত্রিপলে মোড়া দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্বর্ণাভকে খুন করে পুকুরে ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। প্রতিবেশী উত্তম মণ্ডলের বিরুদ্ধে স্বর্ণাভকে খুন করে পুকুরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এরপরই ওই প্রতিবেশীর বাড়িতে চড়াও হন স্থানীয় বাসিন্দারা। উত্তম এবং আরও একজনকে বেধড়ক মারধর করা হয়।

বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পৌঁছয় দমকল ও পুলিশ। মারধরে গুরুতর জখম অবস্থায় ২ জনকে তেহট্ট হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, স্বর্ণাভের মাথায় কাটার দাগ রয়েছে। নাক ও চোখ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে।

উত্তম মণ্ডলের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ, এর আগে অভিযুক্ত ব্যক্তি কয়েকজন স্কুলছাত্রকে পাচারের চেষ্টা করেছিলেন। তাদের নিয়ে পলাশী চলে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে ধরা পড়েন। এবার স্বর্ণাভকে পাচারের ছক ছিল বলে অভিযোগ।

হাইকোর্টের বিচারকদের নিয়োগের জন্য একটি পরীক্ষা হওয়া উচিত: LSP

সুবীর সেন, সিনিয়র সাংবাদিক

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (এজেন্সি)। লোক সমাজ পার্টি (LSP) অ্যাডভোকেট সেল আজ কলেজিয়াম ব্যবস্থা বন্ধ করে হাইকোর্টের বিচারকদের নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষা পরিচালনার দাবিতে এই বিক্ষোভ করেছে।

বিক্ষোভকারীদের নেতৃত্বে ছিলেন দলের সভাপতি ও অ্যাডভোকেট গৌরী শঙ্কর শর্মা। দলের সাধারণ সম্পাদক বচন সিং কাতোটিয়া সহ অনেক শীর্ষ নেতা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিক্ষোভকারীরা দুপুর ২ টায় যন্তর মন্তরে জড়ো হয়ে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। মিঃ শর্মা বলেন, হাইকোর্টের বিচারকদের নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষা নেওয়া না হওয়া অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। যার কারণে মেধাবীরা এই পদে পৌঁছাতে বঞ্চিত হচ্ছেন।

মিঃ শর্মা আরও বলেন যে তার দল এই বিষয়ে ক্রমাগত আওয়াজ তুলে আসছে। এটি দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের ন্যায়বিচারের সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয়। সরকারের উচিত শীঘ্রই এই ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা। এল.এস.

সম্পাদকীয়

২৬ তলা বেআইনি টাওয়ার গুঁড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ হাই কোর্টের

বেআইনি নির্মান। আস্ত ২৬ তলা নির্মাণ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। আগামী দু'মাসের মধ্যে ভাঙতে হবে নির্মাণটি। সঙ্গে অনুমোদন দেওয়ার সঙ্গে যুক্ত নিউটাউন কলকাতা ডেভলপমেন্ট অথরিটির অভিযুক্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত। স্টেট ভিজিল্যান্স কমিশনকে বিভাগীয় ও ফৌজদারি বিধিতে তদন্তেরও নির্দেশ বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ও বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তর ডিভিশন বেঞ্চের।মামলার দীর্ঘ শুনানি শেষে আদালতের পর্যবেক্ষণ, ২০০৭ সালে যে শর্তে প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, তা দেখেই ওই ফ্ল্যাটগুলি কিনেছিলেন বাসিন্দারা। পরবর্তীতে একটি অতিরিক্ত টাওয়ারের অনুমোদন দেওয়া বেআইনি। আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়েও তা মেটানো সম্ভব নয়। তাই গোটা টাওয়ারটি বেআইনি। আদালতের রায়, দু'মাসের মধ্যে ২৬ তলার টাওয়ারটি ভেঙে দেওয়া দিতে হবে। সঙ্গে যারা ওই টাওয়ারে ফ্ল্যাট কিনেছিলেন তাঁদের মূল অর্থ ৭ শতাংশ সুদ সহকারে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ।হাই কোর্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০০৭ সালে নিউটাউনে ১৫টি টাওয়ার মিলিয়ে ১২৭৮টি ফ্ল্যাট তৈরির কথা ঘোষণা করে একটি বেসরকারি সংস্থা। তবে ২০১৪ সালে এই গোটা প্রকল্পটি অন্য একটি বেসরকারি সংস্থার কাছে বিক্রি করে দেয় প্রথম সংস্থাটি। অভিযোগ, নতুন সংস্থাটি দায়িত্ব নেওয়ার পর আরও একটি টাওয়ার বানানোর অনুমোদন পেয়ে যায়। ১৬ নম্বর টাওয়ারটি ২৬ তলার। সেখানে মোট ২৩৩টি ফ্ল্যাট নির্মাণ হয়।

ওই নতুন টাওয়ারটি বেআইনি নির্মাণ বলে অভিযোগ ওঠে। আদালতের দ্বারস্থ হন বাকি ১৫টি টাওয়ারের বাসিন্দা। তাঁদের অভিযোগ ১৬টি নম্বর টাওয়ারটি নির্মাণ প্রকল্পের মধ্যে ছিল না। তা তৈরি হওয়ার পর বাসিন্দারা আলো, বাতাস পাচ্ছিলেন না। নতুন টাওয়ার তৈরির ক্ষেত্রে বাসিন্দাদের অনুমতি নেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ ওঠে।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চৌদ্দতম পর্ব)

তখন হুগলী নদী বা গঙ্গা বর্তমান প্রিন্সেপ ঘাটের বাঁদিকে বাঁক নিয়ে কালীঘাট, টালিগঞ্জ, গড়িয়া, বৈষবঘাটার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বিদ্যাধরী নদীর সাথে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশতো। গঙ্গা ছিল বিশাল চওড়া ও গভীর। ঘন নিবিড় জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বিপুল জলধারা প্রবাহমান ছিল। এটাই ছিল তৎকালীন বঙ্গোপসাগরে যাবার জলপথ। তখন গঙ্গা প্রবাহিত হত কালী মন্দিরের পাশ দিয়ে। এই পথে ছিল পর্তুগীজ জলদস্যুদের আনাগোনা।

ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাজা মান সিংহ (অনেকে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

রাহুল গান্ধির নাগরিকত্ব নিয়ে মামলা দায়েরকারী বিজেপি কর্মীকে তলব ইডির

ওই মামলা খারিজ করে দিয়েছিলেন। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) ইডির সমন পাওয়ার কথা স্বীকার করে ভিগনেশ জানিয়েছেন 'তিনি মঙ্গলবারই লোকসভার বিরোধী দলনেতার ব্রিটিশ নাগরিকত্ব সংক্রান্ত যাবতীয় নথি নিয়ে ইডি দফতরে হাজিরা দেবেন।' যদিও রাহুলের নাগরিকত্ব ইস্যুতে মামলা দায়েরকারীকে ইডির তলব নিয়ে খানিকটা বিস্মিত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। তবে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব মনে করছেন 'ভোট চুরির অভিযোগ তুলে মোদি সরকারের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন রাহুল গান্ধি। তাই তাঁকে বেকায়দায় ফেলতে আসরে নেমেছে ইডির শীর্ষ কর্তারা।'

প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধির ব্রিটিশ নাগরিকত্ব রয়েছে অভিযোগ তুলে তাঁর সাংসদ পদ খারিজের আর্জি নিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টে মামলা ঠুকেছিলেন কর্নাটকের বিজেপি কর্মী এস ভিগনেশ শিশির। রাজীব তনয়ের দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে সিবিআই তদন্তেরও দাবি জানিয়েছিলেন। গত ৫ মে এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চের বিচারপতি এ আর মাসুদি ও বিচারপতি রাজীব সিংহের বেঞ্চ ওই আর্জি খারিজ করে দিয়েছিলেন। গত ১৬ মে ওই রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়ে ফের এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চে মামলা দায়ের করেন বিজেপি কর্মী ভিগনেশ শিশির। তাঁর আর্জি গ্রহণ করে উচ্চ আদালত। গত সপ্তাহেই শিশিরের আর্জিতে সাড়া দিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের তরফে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে নির্দেশ দেওয়া হয় ভিগনেশকে যেন ওয়াই প্লাস ক্যাটেগরির নিরাপত্তা দেওয়া হয়।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

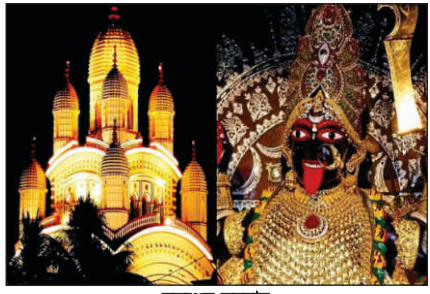

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সম্বর।। সাধনমালা হইতে জানা যায় যে হেরুক যখন তাঁহার শক্তি বজ্রবারাহীর সহিত সম্মিলিত হন, তখন ... নাম বজ্রডাক হয়। এই বজ্রডাকের আর একটি নাম সম্বর। এই দেবতার জন্যও পৃথক তন্ত্র রচিত হইয়াছিল।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

তিহাড় জেল পরিদর্শন করে গেলেন ব্রিটেনের আধিকারিকরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দিল্লির তিহাড় জেলের পরিবেশ কেমন, বন্দিদের রাখার উপযুক্ত কি না, তা খতিয়ে দেখল ব্রিটেনের সংস্থা। বিজয় মাল্য ললিত মোদি, নীরব মোদি, সঞ্জয় ভাণ্ডারীর মতো অর্থনৈতিক অপরাধে যুক্ত ব্যক্তিত্ব, যাঁরা ভারত ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছেন, ব্রিটেনে রয়েছেন এই মুহূর্তে, তাঁদের দেশে ফেরানোর চেষ্টা চালাচ্ছে দিল্লি।ভারতের প্রত্যর্পণের আর্জির বিরুদ্ধে সঞ্জয়ের সেই আবেদন গৃহীত হয় আদালতে। এর পর ব্রিটেনের তরফে ভারতের তিহাড় জেলের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। কোনও বন্দির সঙ্গে জেলের মধ্যে দুর্ব্যবহার করা হবে না বলে লিখিত প্রতিশ্রুতি চাওয়া হয় ভারতের কাছ থেকে। আর তারই অংশ হিসেবে ব্রিটেনের প্রতিনিধিরা তিহাড় জেল পরিদর্শন করে গিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারতে অপরাধ ঘটিয়ে পালিয়েছেন, এই মুহূর্তে বিদেশে রয়েছেন, এমন ১৭৮ জনকে ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন দেশের কাছে আর্জি জানানো হয়েছে। এর মধ্যে অন্তত ২০ জন ব্রিটেনে রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিজয় মাল্য, ললিত মোদি, নীরব মোদি, সঞ্জয় ভাণ্ডারী এবং বেশ কয়েক জন খালিস্তানপন্থী নেতা।কিন্তু তিহাড় জেলের পরিবেশ, সেখানকার অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল ব্রিটেনের আদালত। তাই আদতে তিহাড় জেল কেমন, রাজধানীতে এসে দেখে গেলেন ব্রিটেনের প্রতিনিধিরা।

ব্রিটেনের ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আইনি দিকগুলি খতিয়ে দেখে। তাদের একটি প্রতিনিধি দল জুলাই মাসে দিল্লিতে এসে পৌঁছয়। দিল্লিতে নেমে সটান তিহাড় জেলে চলে যায় ওই প্রতিনিধি দল। চার জনের ওই প্রতিনিধি দলে দুই বিশেষজ্ঞ এবং ব্রিটিশ হাই কমিশনের দুই অধিকারিক ছিলেন। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় মোড়া তিহাড়ের ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন তাঁরা। বন্দিরা কী ধরনের নিরাপত্তা পান, তা খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি, কিছু বন্দির সঙ্গে কথাও হলেন তাঁরা।

তিহাড় সূত্রে খবর, তিহাড়ের পরিবেশ, ব্যবস্থাপনা দেখে সন্তুষ্টিই প্রকাশ করেন ব্রিটেনের প্রতিনিধিরা। কারাব্যবস্থার প্রশংসা করেন তিনি, তা যে আন্তর্জাতিক মানের, সেব্যাপারে ঐক্যমত্য প্রকাশ করেন। শুধু তাই নয়, তিহাড় কর্তৃপক্ষ তাঁদের সবরকম ভাবে আশ্বস্তও করেন। জানানো হয়, পলাতকদের দেশে প্রত্যর্পণের জন্য প্রয়োজনে আলাদা কুঠুরি তৈরি করা হবে, যাতে জেলের মধ্যে হাই-প্রোফাইল বন্দিদের কোনও অসুবিধা না হয়, তাঁদের প্রয়োজন পূরণ হয়। জেলের মধ্যে কোনও বিপদেও যাতে পড়তে না হয়, তাও দেখা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয় ব্রিটেনের প্রতিনিধিদের।

ব্রিটেনের প্রতিনিধিদল যেভাবে তিহাড় জেল ঘুরে দেখলেন, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বিজয় মালিয়া, ললিত মোদি, নীরব মোদি, সঞ্জয় ভাণ্ডারীর মতো তাবড় পলাতক ব্যক্তিত্ব, অর্থনৈতিক অপরাধে যাঁদের নাম জড়িয়েছে, তাঁদের দেশে ফেরাতে মরিয়া কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু ভারতে তাঁদের প্রত্যর্পণ করা নিয়ে কয়েক মাস আগে উদ্বেগ প্রকাশ করে ব্রিটেনের একটি কোর্ট। তিহাড়ে প্রাণের ঝুঁকি রয়েছে, তাঁকে হুমকির মুখে পড়তে হতে পারে, হিংসার মুখে পড়তে হতে পারে বলে আদালতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন হাই-প্রোফাইল অস্ত্র কারবারি সঞ্জয়।

অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে বাংলাদেশে কোনও সাংবিধানিক সংস্কার নয়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঢাকা: ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বিএনপি কোনও সাংবিধানিক সংস্কার সমর্থন করবে না। তাদের যুক্তি, এ ধরনের পরিবর্তন হতে হবে সংসদে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলি রিয়াজকে দেওয়া এক চিঠিতে দলটি জানায়, কেবল সাংবিধানিক সংশোধন ছাড়া যেসব প্রস্তাব রয়েছে, সেগুলিই অন্তর্বর্তী সরকার অধ্যাদেশ, বিধি বা প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে কার্যকর করতে পারে।চিঠিতে জোর দিয়ে বলা হয়, 'একইসঙ্গে মনে রাখতে হবে, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা ব্যাহত করার যে কোনও বিপজ্জনক চেষ্টা বাস্তবসম্মত নয়।' বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদের কথায়, "সংবিধান কার্যকর থাকা অবস্থায় কোনও ব্যবস্থাই সেটা পরিবর্তন করতে পারে না। এ ধরনের কিছু করা হলে আদালতে আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে এবং সেটা টিকবে না।" গত ৫ জুন অন্তবর্তী প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মহম্মদ ইউনুস যে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছিলেন, তার উল্লেখ করে চিঠিতে বিএনপির দাবি, ইউনুস সনদটিকে 'প্রতিশ্রুতি' হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু জুলাই সনদে সই করে রাজনৈতিক দলগুলি জাতির প্রতি প্রতিশ্রুতি দেবে যে তারা এটি বাস্তবায়ন করবে।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগিরের স্বাক্ষর করা চিঠিতে বলা হয়, "সাংবিধানিক সংস্কারের সব প্রস্তাব নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব নেওয়ার দুই বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে।" সতর্ক করা হয়েছে, জুলাই সনদকে 'সাংবিধানিক দলিল' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার চেষ্টা করা হলে তা 'আইন ও সাংবিধানিকভাবে গ্রহণযোগ্য' হবে না। চিঠিতে আরও জানানো হয়েছে, বর্তমান সংবিধানের অধীনে গঠিত কোনও সরকার যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে এখনকার ব্যবস্থা পালটে নতুন কিছু চাপিয়ে দেয়, তাহলে তা 'বিপ্লব নয়, অভ্যুত্থান হিসেবে গণ্য হবে।' জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারকে যদি কোনও দল বা গোষ্ঠী 'অসম্মানজনক পথে' ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করে, তবে তা হবে জাতির জন্য 'দুঃখজনক'।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর সঙ্গে ফোনে কথা মোদির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নয়াদিল্লি: ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমান্যুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বিকালে টেলিফোনে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দিল্লি-প্যারিসের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বাড়ানোর পাশাপাশি রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ কিভাবে বন্ধ করা যায় তা নিয়েও দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।এদিন সন্ধ্যায় সমাজমাধ্যম 'এক্স' হ্যান্ডলে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমান্যুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে ফোনালাপের কথা জানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'রাষ্ট্রপতি ম্যাক্রোঁর সঙ্গে অত্যন্ত ভাল কথা হয়েছে। আমরা দুজনেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেছি। ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে যে গভীর বন্ধুত্ব রয়েছে তা নতুন করে পর্যালোচনা করেছি। পাশাপাশি ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েও আলোচনা হয়েছে।' দিন দুয়েক আগেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভ্যান ডের লিয়নও ফোন করেছিলেন মোদিকে। মূলত রুশ-ভারত ও চিনের নতুন বন্ধুত্বের সূচনা যুদ্ধবাজ হিসাবে পরিচিত ইউরোপীয় দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।রাশিয়া থেকে তেল কেনা নিয়ে মার্কিন রোষানলে পড়েছে নয়াদিল্লি। ইতিমধ্যেই ভারতীয় পণ্যের উপরে ৫০ শতাংশ কর আরোপ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর ওই কর আরোপ নিয়ে দিল্লির সঙ্গে ওয়াশিংটনের সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের ফোন যেমন ধরছেন না মোদি, তেমনই ট্রাম্পের মুখ দর্শন করতে চান না বলে চলতি মাসে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের ৮০তম আধিবেশনে যোগ দিতে আমেরিকায় যাচ্ছেন না। পরিবর্তে প্রতিনিধি হিসাবে বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে পাঠাচ্ছেন। ওয়াশিংটনের সঙ্গে দুরত্ব বাড়ানোর পাশাপাশি রাশিয়া ও চিনের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন।

সিনেমার খবর

ডিসেম্বরেই শুরু হচ্ছে সোনাক্ষীর ‘দাহাড় ২’ শুটিং

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহার ওটিটি অভিষেক হয়েছিল ২০২৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত রীমা কাগতি নির্মিত থ্রিলার সিরিজ ‘দাহাড়’ দিয়ে। সাহসী অভিনয়, তীব্র গল্প আর বাস্তবধর্মী চরিত্রচিত্রণে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল সিরিজটি। এবার আসছে এর দ্বিতীয় মৌসুম।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, রীমা কাগতি ইতোমধ্যে নতুন মৌসুমের চিত্রনাট্য চূড়ান্ত করেছেন। এ বছরের ডিসেম্বরেই শুরু হবে শুটিং। বরাবরের মতোই সিরিজটি আসবে অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওতে। দ্বিতীয় মৌসুমেও পুলিশ অফিসার অঞ্জলি ভাটির ভূমিকায় দেখা যাবে সোনাক্ষীকে। যদিও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি এখনো।

এর আগে রীমা কাগতি এ বছরের শুরুতে ‘সুপারবয়েজ অব মালেগাঁও’ বানিয়ে সাড়া ফেলেছিলেন। বর্তমানে তিনি পুরোদমে ব্যস্ত ‘দাহাড় ২’ নির্মাণে।

অন্যদিকে, সোনাক্ষীকে সর্বশেষ দেখা গেছে ভৌতিক ছবি ‘নিকিতা রয়’–এ (মুক্তি: ১৮ জুলাই), তবে ছবিটি আশানুরূপ সাড়া পায়নি। সম্প্রতি তিনি প্রথমবারের মতো তেলুগু ছবিতে নাম লিখিয়েছেন। সেখানে তার বিপরীতে আছেন তারকা সুধীর বাবু। অলৌকিক রোমাঞ্চের গল্পে নির্মিত এই ছবির নাম ‘জতধারা’, পরিচালনায় আছেন ভেঙ্কট কল্যাণ।

ব্যস্ত কাজের ফাঁকে ব্যক্তিগত জীবনেও আলোচনায় সোনাক্ষী। স্বামী জহির খানের সঙ্গে বর্তমানে তিনি আছেন সুইজারল্যান্ডে পারিবারিক অবকাশ যাপনে। অভিনেত্রী নিজেই ছবি পোস্ট করে জানিয়েছেন, পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দারুণ সময় কাটিয়েছেন তারা।

শ্রীদেবীর সম্পত্তির ভাগ চেয়ে চাপ প্রয়োগ, আদালতের দ্বারস্থ বনি কাপুর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রয়াত বলিউড তারকা শ্রীদেবীর সম্পত্তির ভাগ চেয়ে হঠাৎ হাজির তিনজন। শুধুই কী তাই! শ্রীদেবীর স্বামী প্রযোজক বনি কাপুরকে রীতিমতো মানসিক চাপ ও হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন তারা। সম্পত্তির ভাগ না দিলে নাকি বিপদে পড়বে শ্রীদেবীর পরিবার। বনি কাপুরের সঙ্গে ঘটেছে এমনি এক বিভ্রান্তিকর ঘটনা।

ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বলা যাক। ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো বলছে, তামিল হাইকোর্টে সম্প্রতি একটি মামলা দায়ের করেছেন বনি কাপুর। এই মামলা অনুযায়ী, দক্ষিণের এক পরিবারের তিন ব্যক্তি শ্রীদেবীর সম্পত্তির ভাগ চেয়েছেন। জানা গেছে, ১৯৮৮ সালে চেন্নাইয়ের ইস্ট কোস্ট রোডে স্থানীয় এক ব্যক্তির কাছ থেকে এই বাংলো বাড়িটি কেনেন শ্রীদেবী। ওই ব্যক্তির তিন ছেলে ও দুই মেয়ে। বনি কাপুরের দাবি, তাদের পরিবারের সম্মিলিত আইনি সম্মতিতেই এই বাংলোটি কিনেছিলেন শ্রীদেবী। কিন্তু এত বছর পরে অভিনেত্রীর এই সম্পত্তির তিনজন দাবিদার প্রকাশ্যে এসে পড়েছেন। এক নারী, যিনি বাড়ির তৎকালীন মালিকের দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে দাবি করেছেন। বাকি দু’জন সেই দ্বিতীয় স্ত্রীর দুই পুত্র।

এই ঘটনার জেরে এ বার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন বনি কাপুর। তিনি জানান, যখন শ্রীদেবী বাড়িটি কেনেন সেই সময় ওই মালিকের দ্বিতীয় স্ত্রী জীবিত ছিলেন। যিনি মারা যান ১৯৯৯ সালে। তবে সেই সময় বাড়ির মালিকের দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে তার বিয়ে আইনসিদ্ধ ছিল না বলেই দাবি করেন অভিনেত্রীর স্বামী। আপাতত আদালতে এই মামলা বিচারাধীন রয়েছে। যে বাড়ি নিজের হাতে শখ করে সাজিয়েছিলেন, সেই বাড়ি কী হাতছাড়া হয়ে যাবে জাহ্নবী-খুশিদের? এটি জানতে আপাতত আদালতের রায়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

গানেও মন জয় করলেন 'সাইয়ারা' অভিনেত্রী অনীত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘদিন পর রোমান্টিক ঘরানার ছবি নিয়ে আবারও তোলপাড় বলিউড। বিশেষ করে জেন-জি প্রজন্মের মনে ঝড় তুলেছে মোহিত সুরি পরিচালিত ‘সাইয়ারা’। প্রেম, সংগীত আর তারুণ্যের আবেগ মিশিয়ে নির্মিত সিনেমাটি ইতোমধ্যেই দক্ষিণ এশিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

এখনো ‘সাইয়ারা’ জ্বরে ভুগছে বলিউড। ছবির অভিনেত্রী অনীত পাড্ডা লাখো তরুণের মন জয় করেছেন। এবার গেয়েও সাড়া ফেলেছেন। রবিবার ২৩ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী ছবির টাইটেল ট্র্যাকের একটি আনপ্লাগড ভার্সন পরিবেশন করেন। সেই ভিডিও শেয়ার করেছেন ইনস্টাগ্রামে।

ভিডিওতে দেখা গেছে, অনীত পাড্ডা গিটার বাজাচ্ছেন এবং শেষের দিকে তাঁর বাবা নবদীপ পাড্ডাও গান গাইছেন। ভিডিওটি ৮৮ লাখেরও বেশি ভিউ এবং হাজার হাজার ভক্তের মন্তব্য পেয়েছে। ক্যাপশনে অভিনেত্রী লিখেছেন, ‘গান গাওয়া হয়তো মরিচা ধরেছে, কিন্তু ভালোবাসা নয়।’

‘সাইয়ারা’ ভারতে ৩০০ কোটি রুপিরও বেশি এবং বিশ্বব্যাপী ৫০০ কোটি রুপির বেশি আয় করেছে। ছবিটির কাহিনি আবর্তিত হয়েছে একজন গায়িকার প্রেমে পড়ার গল্পে, যে আলঝেইমার’স রোগে আক্রান্ত। বিশেষজ্ঞদের মতে, সিনেমাটির সাফল্যের পেছনে এর আবেগময় গল্প, সুরেলা সংগীত এবং প্রযোজনা মানই মূল ভূমিকা রেখেছে।

দুর্দান্ত গোলে আঁরির রেকর্ড ছুঁলেন এমবাপ্পে, ফ্রান্সের স্বস্তির জয়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শেষ মুহূর্তে কিলিয়ান এমবাপ্পের অসাধারণ এক গোল ফ্রান্সকে এনে দিল স্বস্তির জয়। শুক্রবার দিবাগত রাতে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে 'ডি' গ্রুপের প্রথম ম্যাচে ইউক্রেনকে ২-০ গোলে হারিয়েছে লেস ব্লুজরা। ম্যাচে গোল করেই ফ্রান্সের জার্সিতে কিংবদন্তি থিয়েরি আঁরিকে ছুঁয়ে ফেললেন কিলিয়ান এমবাপ্পে।

এদিন ম্যাচের ৮২ মিনিটে গোল করেন এমবাপ্পে। এই গোলের পর ফ্রান্সের হয়ে তার গোল সংখ্যা দাঁড়ায় ৫১। আঁরির সমান হলো তার রেকর্ড। ফ্রান্সের সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় এমবাপ্পে এখন দ্বিতীয়। তার ওপরে আছেন শুধু অলিভিয়ে জিরু। আর ৭ গোল করলেই তার রেকর্ডও ভেঙে দেবেন তিনি।

ম্যাচে এমবাপ্পের গোল বানিয়ে দেন তার রিয়াল মাদ্রিদ সতীর্থ অরেলিয়ান শুয়ামেনি। দ্রুত কাউন্টার অ্যাটাক থেকে আসে গোলটি। এর আগে ম্যাচের শুরুতে গোল করেছিলেন মাইকেল ওলিসে।

গোল করার পর এমবাপ্পে বলেন, 'আমরা আরও গোল করতে পারতাম। আমি নিজেও কয়েকটা সুযোগ নষ্ট করেছি। তাই উন্নতির জায়গা আছে। তবে এটা বেশ ভালো শুরু।'

ফ্রান্স কোচ দিদিয়ের দেশম ম্যাচ শেষে বলেন, 'প্রথমার্ধে আমরা দারুণ খেলেছি। আরও একটি গোল করতে পারতাম। এরপর কিছুটা সমস্যায় পড়েছিলাম। তবে আমাদের আক্রমণাত্মক খেলার মানদণ্ড অনেক উঁচুতে। হারানোর অনেক কিছু ছিল। তাই জয় দিয়ে এই অভিযান শুরু করতে পেরে ভালো লাগছে।'

এমবাপ্পে এর আগে জুন মাসে নেশনস লিগে জার্মানির বিপক্ষে ম্যাচে গোল করে ফ্রান্সের জার্সিতে সবচেয়ে কম ম্যাচ খেলে ৫০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেছিলেন। তখন ছিল তার ৯০তম ম্যাচ। আঁরি ৫০ গোল করেছিলেন ১১৩তম ম্যাচে। জিরু ৫০ গোল করেছিলেন ১১৫তম ম্যাচে।

আঁরি ফ্রান্সের হয়ে ১৯৯৭ থেকে ২০১০ পর্যন্ত ১২৩ ম্যাচে ৫১ গোল করেছিলেন। জিরু এখনো তালিকার শীর্ষে আছেন। তার গোল সংখ্যা ৫৭। ম্যাচ খেলেছেন ১৩৭টি। এমবাপ্পে এখন আঁরিকে ছুঁয়েছেন। তার পরবর্তী লক্ষ্য জিরুর রেকর্ড।

আর্জেন্টিনার হয়ে মাঠে নামার আগেই দুর্দান্ত ফর্মে মার্তিনেজ

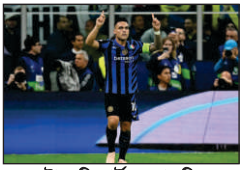

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নতুন মৌসুমের প্রথম ম্যাচেই জ্বলে উঠলেন লাওতারো মার্তিনেজ। ইন্টার মিলানের হয়ে দুর্দান্ত এক পারফরম্যান্সে গোল করলেন, করালেনও। সিরি 'আ'র উদ্বোধনী ম্যাচে তোরিনোর বিপক্ষে ৫-০ গোলের বড় জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার।

গত মৌসুমে ২৪ গোল করলেও শিরোপাহীন ছিল মার্তিনেজের ইন্টার। নতুন মৌসুমে সেই হতাশা ঝেড়ে ফেলে দারুণ শুরু করল তারা। ১৯৬১ সালের পর এবারই প্রথম লিগের প্রথম ম্যাচে পাঁচ গোলের ব্যবধানে জিতল ক্লাবটি।

ম্যাচের ১৮ মিনিটে আলেসান্দ্রো বাস্তোনির গোলে এগিয়ে যায় ইন্টার। এরপর ৩৬ মিনিটে মার্কাস থুরামের গোলেই দ্বিগুণ হয় ব্যবধান। দ্বিতীয়ার্ধে আরও আগ্রাসী হয় ইন্টার। ৫১ মিনিটে প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগের ভুলে নিজের প্রথম গোলটি করেন মার্তিনেজ।

এরপর ৬২ মিনিটে থুরাম দ্বিতীয়বার গোল করে ব্যবধান বাড়ান ৪-০-তে। ৭২ মিনিটে মার্তিনেজের পাস থেকে অ্যাঞ্জে-ইওয়ান বোনি দলের পঞ্চম গোলটি করেন।

গত মৌসুমে সিরি 'আ' ও চ্যাম্পিয়নস লিগে শেষ ধাপে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিল ইন্টার। তবে এবার মৌসুমের শুরুতেই ছন্দে ফিরেছে দলটি। ম্যাচ শেষে ইন্টার অধিনায়ক মার্তিনেজ বলেন,'ক্লাব বিশ্বকাপের পর আমরা নিজেদের মধ্যে অনেক কথা বলেছি। কোচ আমাদের অনুপ্রাণিত করছেন, আমরা কঠোর পরিশ্রম করছি। দলের খেলোয়াড়রা বল হারানোর পর সঙ্গে সঙ্গে সেটা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে এই মানসিকতাই আমাদের বদলে দিচ্ছে।'

প্রথমবার এশিয়া কাপে ওমান, স্কোয়াডে চার নতুন মুখ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রথমবারের মতো এশিয়া কাপে অংশ নিতে যাচ্ছে ওমান জাতীয় ক্রিকেট দল। টুর্নামেন্টের জন্য ১৭ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে দলটি, যেখানে জায়গা পেয়েছেন চারজন নতুন মুখ। মঙ্গলবার ঘোষিত স্কোয়াডে দলের নেতৃত্বে থাকছেন অভিজ্ঞ ওপেনার জাতিন্দার সিং।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনো অভিষেক না হওয়া চার ক্রিকেটার সুফিয়ান ইউসুফ, জিকরিয়া ইসলাম, ফয়সাল শাহ এবং নাদিম খান জায়গা পেয়েছেন মূল স্কোয়াডে। এদের মধ্যে শুধুমাত্র জিকরিয়া ইসলামেরই রয়েছে একটি স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা।

২০১৯ সালের ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের একটি ম্যাচে আবাহনী লিমিটেডের হয়ে খেলেছিলেন জিকরিয়া। সে ম্যাচে তিনি ১ ওভারে ২৪ রান দিয়ে ১ উইকেট নিয়েছিলেন এবং ব্যাট হাতে অপরাজিত ছিলেন ২ রানে।

এশিয়া কাপের 'এ' গ্রুপে ওমানকে খেলতে হবে শক্তিশালী তিন প্রতিপক্ষ- ভারত, পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে।

১২ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে তাদের মিশন, ১৫ সেপ্টেম্বর খেলবে আমিরাতের বিপক্ষে ও ১৯ সেপ্টেম্বর ভারতের মুখোমুখি হবে দলটি।

গত মে মাসে বিশ্বকাপ লিগ টু-এর ম্যাচে সর্বশেষ আন্তর্জাতিক মাঠে নামে ওমান। এর আগে ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও অংশ নিয়েছিল তারা। এবারের এশিয়া কাপ হতে যাচ্ছে ওমানের ইতিহাসে দ্বিতীয় বড় বহুদলীয় টুর্নামেন্ট।

ওমান স্কোয়াড: জাতিন্দার সিং (অধিনায়ক), হাম্মাদ মির্জা, ভিনায়াক শুক্লা, সুফিয়ান ইউসুফ, আশিস ওদেদেরা, আমির কালিম, মোহাম্মেদ নাদিম, সুফিয়ান মেহমুদ, আরিয়ান বিশত, কারান সোনাভালে, জিকরিয়া ইসলাম, হাসনাইন শাহ, ফয়সাল শাহ, মুহাম্মেদ ইমরান, নাদিম খান, শাকিল আহমেদ, সামায় শ্রিভাস্তাভা।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR